দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 JUN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

063

জনমত

কামিল ও স্নাতক পাস শিক্ষকদের বেতন

উচচতর শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, সরকারী হাই স্কুলের কামিল ও স্নাতক পাস শিক্ষকগণ ১৯৮১ সালে উচচতর বেতনক্রম পেয়েছেন। কিন্তু ঢাকা বিভাগের কতিপয় কামিল পাস শিক্ষক এ সুবিধা থেকে অদ্যাবধি বঞ্চিত আছেন। অনেক আবেদন নিবেদনের পর ঢাকা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচচশিক্ষা পরিদফতরের মাননীয় উপ-পরিচালক তাদের উচচতর বেতনক্রম প্রদানের অনুমতি দিতে শুরু করেছিলেন এবং এতে বঞ্চিত শিক্ষকগণ ১৫/২০ হাজার টাকার বকেয়াসহ আর্থিক দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ উপকৃতও হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক অফিসের আওতাবহির্ভূত এই কারণ দেখিয়ে গত ২-৪-৮৯ ইং তারিখে ৫৫৪৩/৩ নং স্মারক মারফত মাননীয় মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষা অধিদফতর, বাংলাদেশ উক্ত অনুমতি পুনরায় বাতিল ঘোষণা করেন।

ফলে বকেয়া বেতন তুলেছেন তাদেরও তা ফের দেওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং পূর্বতন নিম্নতম স্কেলে মাসিক বেতন তুলতে বাধ্য করা হচ্ছে। না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোর বেদনা যে কত মর্মান্তিক তা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারেন। আর তাই আঞ্চলিক অফিসের আদেশটি বাতিল করার সাথে সাথে মাননীয় মহাপরিচালক বাতিল ঘোষণার শিকার হতভাগ্য শিক্ষকদের নতুন করে উচ্চতর বেতম ক্রম প্রদানের অনুমতি দিয়ে তাদের এ বেদনা লাঘব করতে পারতেন। ন্যায়নীতি, মানবিক দৃষ্টি, বঞ্চিত শিক্ষকদের অবস্থা—সব দিক থেকেই এটা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। তাই এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

—মোঃ আবু বকর,
নাজমুস সাকিব,
বাসাবো, ঢাকা।

অনার্স ও প্রিলিমিনারী পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স ও প্রিলিমিনারী ফাইনাল পরীক্ষা আগামী জুলাই মাসে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময়টা কি পরীক্ষার্থীদের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে গেলো না। এত অল্প সময়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কি সম্ভব হবে? আমরা মনে করি অনেকের পক্ষেই তা হবে না। বিশেষ করে গত বছরের অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রীর পরীক্ষা প্রায় . বিষয়ের ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণে যেসব ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পক্ষে এত অল্প সময়ে নতুন সিলেবাসে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বিগত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে এখনো বাকী। এদিকে গত রমজানে রোজা রেখে অনেকের পক্ষেই খরা তপ্ত দিবা রাত্রিতে নিয়মিত পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। এসব কিছু বিবেচনা করে পরীক্ষা দুটো কুরবানীর ঈদের পর অথবা আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সঙ্গত এবং সমীচীন বলে মনে করি। এ বিষয়ে সুবিবেচনা মূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মীর মোশাররফ হোসেন রোটন
মোঃ মিজানুর রহমান
এম এস সি ১ম পর্ব
ভূগোল বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।